সাইবার অপরাধ ও নারী : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

ইসরাত বিনতে ওয়াহিদ

নারীকে নির্যাতনের জন্য নির্যাতনকারী শ্রেণির পদ্ধতি উদ্ভাবনের যেন শেষ নেই। চোখ-কান খোলা রাখলে প্রতিনিয়তই নারী নির্যাতনের নতুন নতুন ধরনের খবর আমরা জানতে পারি। নারী নির্যাতনের সর্বশেষ ধরনটি হচ্ছে প্রযুক্তির অপব্যবহার করে নারী নির্যাতন। এ কাজে মোবাইল-ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সবচেয়ে বেশি শিকার হচ্ছে মেয়েশিশুরা।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যে কলঙ্কের দায় চাপিয়ে নারীদের হয়রানি করা হচ্ছে। অনেক অভিভাবক আছেন যারা প্রযুক্তির কারসাজি বোঝেন না। তারা মেয়েকে নিয়ে কোনো ছবি বা ভিডিওচিত্র প্রকাশের কথা শুনলেই চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। একবারও বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখেন না। এ ব্যাপারে সবাইকেই প্রায় হুজুগে চলতে দেখা যায়। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিরা কখনো খতিয়ে দেখছে না যার নামে দায় চাপানো হচ্ছে সে আদৌ দায়ী বা দোষী কি না। অনেক ক্ষেত্রে ফটোশপ কিংবা ভিডিও এডিটর ব্যবহার করে বিভিন্ন নগ্ন ছবি ও ভিডিওচিত্রের কোনো নারীর মুখাবয়ব পরিবর্তন করে পরিচিত কারো মুখ বসিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। যারা এটা করছে তারা আসলে অত্যন্ত সুকৌশলে নারীকে অবগুণ্ঠনের অন্ধকারে ঠেলে দিতে চাইছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেভাবে নারীর প্রতি যৌন হয়রানির ঘটনা বাড়ছে, তাতে করে এখনই যদি সচেতন হওয়া না যায় তাহলে ভবিষ্যতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে 'সাইবার অপরাধ'। বর্তমানে 'সাইবার অপরাধ' সারা বিশ্বে অপরাধ তালিকার শীর্ষে রয়েছে। সম্প্রতি দ্য ইকোনোমিস্ট-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায় যে, বার্ষিক ৯০ মিলিয়ন সাইবার আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫৭৫ বিলিয়ন ডলারের সমান। নিত্যনতুন 'সাইবার অপরাধ'-এর কৌশলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইবার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যবসাও বেড়ে চলেছে। ব্যাংক অব আমেরিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সাল নাগাদ এটি ১৭০ বিলিয়ন ডলারের বাজারে পরিণত হবে। সাইবার অপরাধের সঙ্গে অন্যান্য অপরাধ, যেমন পর্নোগ্রাফি, বিশেষ করে শিশুদের সংশ্লিষ্ট করে পর্নোগ্রাফির বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও এর দ্রুত বিস্তার ঘটছে। বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতার এক নতুন মাধ্যম হিসেবে এর ব্যাপকতা ইদানীং সকল স্তরের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

সাইবার অপরাধ কী?

সাধারণভাবে 'সাইবার অপরাধ' হলো যেকোনো ধরনের অনৈতিক কাজ, যার মাধ্যম এবং টার্গেট উভয়ই হলো কম্পিউটার। তবে সাইবার অপরাধ ও কম্পিউটার দ্বারা কৃত অপরাধের মধ্যে ব্যাপ্তিগত পার্থক্য রয়েছে। শুধু কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অপরাধ করা সম্ভব হলেও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে এই অপরাধের পরিমাণ বহু গুণ বাড়ানো যায়। সেদিক থেকে কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে তথ্যপ্রযুক্তি, যথা ইন্টারনেট সমন্বয়ের মাধ্যমে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, সেগুলো হবে সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম।

ইন্টারনেটকে বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তির সূতিকাগার। এটা জ্ঞানের অবারিত হাজার দরজা খুলে দিচ্ছে আমাদের সামনে। এর মাধ্যমে মানব সভ্যতা যেমন পরমভাবে উপকৃত হচ্ছে, তেমনি এর হাজার চরম অপকারিতাও রয়েছে। তার মধ্যে সাইবার ক্রাইম বা প্রযুক্তিসংক্রান্ত অপরাধ এর একটি প্রধান নেতিবাচক দিক।

সাইবার অপরাধ ও নারীর প্রতি সহিংসতার নতুন ধারা

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে (Cyber violence against women and girls– a worldwide wake up call, a report by UN broadband commission, September, 2015) বলা হয়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নারীদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই অনলাইনে হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। ৮৬টি দেশের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, মাত্র ২৬ শতাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর বাকি ঘটনাগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। জরিপে আরো দেখা গেছে, ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারীরা সবচেয়ে বেশি যৌন হয়রানির শিকার হন। এ সময় তাদের হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়ে থাকে। আর প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন নারী এ বয়সসীমার মধ্যে ইন্টারনেটে হয়রানির শিকার হন। তবে অনলাইনে নারীদের হয়রানির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে গৃহীত আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নজির খুবই কম।

নির্যাতন, প্রযুক্তি ও পিতৃতন্ত্র

নির্যাতন ও সহিংসতার মূলে রয়েছে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মোহ। পুরুষেরা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে নারী নির্যাতনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে দুর্বল ও হীনতর অবস্থানে রয়েছে। কাজেই সবল অবস্থানে থাকা পুরুষকুল নারীর সমান অধিকারকে অস্বীকার করে তার ওপরে নানাভাবে যথেচ্ছাচার করে। পুরুষতন্ত্র নারীর ব্যক্তিত্বকে সম্মান না করে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ করে দেখার মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। এই অসুস্থ মানসিকতা নারীকে পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখে এবং তার দেহ ও মনের ওপর করে বেপরোয়া খবরদারি। নারীর প্রতি সংঘটিত যেকোনো ধরনের সহিংসতার মূলে রয়েছে নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারের মৌলিক মনোবৃত্তি। নারী ও মেয়েশিশুর ওপর যে বিশেষ ধরনের সহিংসতা সংঘটিত হয়, যেমন আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও চিত্র ধারণ করে তা ইন্টারনেট-ফেসবুকে প্রকাশ, এসবের মূলে রয়েছে সেই একই মনোবৃত্তি। এ ধরনের সহিংসতার মধ্য দিয়ে নারীর স্বাধীন

সত্তা, নারীর পছন্দ-অপছন্দের অধিকার, জীবিকা নির্বাহের অধিকার এবং ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। পুরুষতন্ত্র নারীকে একটি যৌনপণ্য ছাড়া আর কিছু মনে করে না। যখনই সে তার ব্যক্তিগত লালসা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই তার বিরুদ্ধে সহিংস হয়ে ওঠে। নারীর যৌনতাকে প্রকাশ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে আঘাত করতে চায়। এ ক্ষেত্রে বেছে নেয় প্রযুক্তিকে।

বাংলাদেশ ও সাইবার অপরাধ

তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে সাইবার ক্রাইম ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাসের মতো। প্রতিনিয়ত বড়ো বড়ো সাইবার ক্রাইমের পরও দেশের কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই। প্রযুক্তির আধুনিকায়ন, প্রশিক্ষিত-দক্ষ জনবল ও সচেতনতার অভাবেই সাইবার ক্রাইমের প্রবণতা বাড়ছে। এ ছাড়া, আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বিচার না হওয়া, আইনের সীমাবদ্ধতা, আইন ও অপরাধ সম্পর্কে অজ্ঞতাও সাইবার ক্রাইমের মূল কারণ।

সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ফেসবুক। এ ছাড়াও আছে ইউটিউব ও টুইটার। আর সাইবার ক্রাইমের কারণে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয় নারীরা। অশালীন কথাবার্তা, অন্তরঙ্গ মুহূর্তের নগ্ন ছবি-ভিডিও আপলোড করে ব্ল্যাকমেইল করা হয় তাদের। সাইবার ক্রাইম নিয়ে গবেষণাকারীরা বলেন, একদল নিজের অজান্তেই সাইবার ক্রাইম করছে। প্রতিহিংসা বা একান্ত কৌতূহলের কারণেই তারা এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আরেক দল জেনেশুনেই অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সাইবার ক্রাইম করছে।

বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে সারাবিশ্বে ইতোমধ্যেই ব্যাপক আলোচিত এবং সফল দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান সারাবিশ্বের মধ্যে দশম। বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১৩ কোটিরও বেশি। বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয় ও পদক্ষেপের অন্যতম ফলাফল হচ্ছে, দেশের প্রায় ৫ কোটিরও বেশি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি নারীউদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবহার করে এর মানোন্নয়ন করা হচ্ছে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, উন্নয়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে, প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও সাইবার স্পেসে বাংলাদেশে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে নারী ও শিশুকেন্দ্রিক অপরাধের সংখ্যা।

আইসিটি আইন সংশোধন হওয়ার পর ২০১৩ সালে ৩৫টি, ২০১৪ সালে ৬৫টি এবং ২০১৫ সালে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০০টির বেশি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে আইসিটি আইনে ৬২টি এবং পর্নোগ্রাফি আইনে ৩১টি মামলা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে 'সাইবার নিরাপদ হেল্‌প ডেস্ক' চালুর পর ২০১৪ সালের এপ্রিল থেকে গত মে পর্যন্ত ১৩ মাসে ১০ হাজার ২৬১টি অপরাধের ঘটনায় তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এর মধ্যে ফেসবুক অপরাধ ৪০ শতাংশ, অনলাইন ৭ শতাংশ, পর্নোগ্রাফি ৫ শতাংশ, ক্রেডিট কার্ড ৫ শতাংশ, রাজনৈতিক ৪ শতাংশ, মোবাইল ব্যাংকিং ৫ শতাংশ এবং ই-মেইল-সংক্রান্ত অপরাধ ১০ শতাংশ। এসব অপরাধের মধ্যে তারা ৬০ শতাংশের সমাধান দিতে পারছেন। সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনালে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ৪৭টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

সাইবার অপরাধ : বাংলাদেশের আইন কী বলে?

সাইবার অপরাধ নির্মূল করার জন্য বাংলাদেশের রয়েছে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)।' এই আইনের কিছু উল্লেখযোগ্য ধারা নিচে দেয়া হলো :

৫৬ ধারায় বলা হয়েছে—

(১) যদি কোন ব্যক্তি জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হবে এটি জানা সত্ত্বেও এমন কোন কাজ করেন, যার ফলে কোন কম্পিউটার রিসোর্সের কোন তথ্য বিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তিত হয় বা তার মূল্য বা উপযোগিতা কমে যায় বা অন্য কোনভাবে একে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

(২) এমন কোন কম্পিউটার সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোন ইলেকট্রিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে এর ক্ষতিসাধন করেন যার তিনি মালিক বা দখলদার নন, তাহলে তার এই কাজ হবে একটি হ্যাকিং অপরাধ। কোন ব্যক্তি হ্যাকিং অপরাধ করলে তিনি অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এককোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৫৭ ধারায় বলা হয়েছে—

যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করে ওয়েবসাইট বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে বা যার মাধ্যমে মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়া হয়, তাহলে তার এই কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধ করলে তিনি অনধিক ১০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন এবং অনধিক এককোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

৬৮ ধারায় বলা হয়েছে—

সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দিয়ে এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের দ্রুত ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে। গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনালে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সরকার একজন দায়রা জজ বা একজন অতিরিক্ত দায়রা জজকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেবে। এই ট্রাইব্যুনাল 'সাইবার ট্রাইব্যুনাল' নামে অভিহিত হবে। ট্রাইব্যুনাল তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর আইনের অধীন অপরাধের বিচার করবেন।

৭৪ ধারায় বলা হয়েছে—

ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, এ উদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীনে দায়রা আদালত বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সরকার সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন দিয়ে এক বা একাধিক সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে। সাইবার আপিল ট্রাইব্যুনালের অধীন সাইবার ট্রাইব্যুনাল বা দায়রা আদালত ঘোষিত রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনবে ও নিষ্পত্তি করবে।

৭৬ ধারা অনুসারে অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা—

(১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রক হতে এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ তদন্ত করবেন।

(২) এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) হবে। এ আইনের সঠিক উপস্থাপনা ও আইনের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা অপরিহার্য, যা সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

সাইবার অপরাধ রোধে আমাদের করণীয়

১. ইন্টারনেট শিক্ষার প্রসার ঘটানো

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বেশির ভাগেরই এর যথাযথ ব্যবহার ও শিক্ষণীয় দিক সম্পর্কে জানা থাকে না। এজন্য ইন্টারনেটের ইতিবাচক ব্যবহার এবং প্রয়োগ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

২. আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের আইন সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, তাই বুঝে হোক বা না বুঝে হোক সাইবার অপরাধ সংঘটিত করে যাচ্ছে ও দিন দিন সাইবার অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । তাই এই আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আইনের প্রচার বাড়াতে হবে ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সরকারি নজরদারি বৃদ্ধির উদ্যোগ

আইন ও হেল্‌পডেস্ক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া। শিশু পর্নোগ্রাফি ও পর্নোগ্রাফি বন্ধে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় কিছু শব্দ (যেমন sex, porn) সার্চ ইঞ্জিনে ব্লক করে দেওয়ার প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের প্রতি।

৪. মা-বাবার সচেতনতা বৃদ্ধি

অনেক অভিভাবক বলেন, তাঁদের সংসার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের সন্তানেরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। সারারাত ঘুমাচ্ছে না। পড়াশোনা করছে না। নিজেদের মতো চলছে। আমাদের সব সমস্যা সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিচ্ছিন্নভাবে তথ্যপ্রযুক্তিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের ব্যবহার করতেই হবে। একটি মেয়ের অশালীন ছবির সঙ্গে একটি ছেলেরও ছবি থাকে। ছেলেটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মেয়েটিকে সব দিক থেকে সহযোগিতা করতে হবে। সর্বোপরি সবাইকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাপক সচেতন করতে হবে। এজন্য মা-বাবাকে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। শিশুরা যেন সাইবার অপরাধের

সঙ্গে না জড়িয়ে পড়ে কিংবা সাইবার অপরাধের শিকার না হয়, সেজন্য ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহার শিশুদের শেখাতে হবে।

আমরা আমাদের সন্তানদের ইন্টারনেট, ফেসবুক, মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারব না। কিন্তু তাদের ব্যবহারবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা ও বিপদগুলো সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। আমাদের দেশে প্রথম প্রজন্ম তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অধিকাংশ অভিভাবক প্রযুক্তি ও এর বিপদ সম্পর্কে ভালো জানেন না। দেশে যোগাযোগপ্রযুক্তির বয়স খুব বেশি নয়। সে জন্য সবার মধ্যে সচেতনতা আসে নি। এক্ষেত্রে আমাদেরও ব্যর্থতা আছে। কারণ, আমরা সেভাবে বোঝাতে পারি নি।

৫. পূর্বসতর্কতা

ইন্টারনেটে তথ্যের প্রচার খুব সহজে এবং অনেক দ্রুত করা সম্ভব, যার কারণে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি কিংবা ভিডিওর কখনো কখনো অপব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইমেইল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতা গ্রহণ করা দরকার। সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও বিশেষ সচেতনতা প্রয়োজন।

যখনই কোনো নতুন প্রযুক্তি বের হয়, এর মাধ্যমে এক শ্রেণির মানুষ নারীদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। ফেসবুকে একটা ভুয়া অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে নারীকে হয়রানি করা যায়। অনেকের ছবি ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। যে কেউ একটা ছবি নিয়ে একটা ভুয়া অ্যাকাউন্টে যা-তা লিখে তাকে হয়রানি করতে পারে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অধিকাংশ মেয়ে তাদের ছেলেবন্ধুদের পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয়। তখন ওরা ফেসবুকে ঢুকে তাদের হয়রানি করতে পারে। যারা নষ্ট মোবাইল সেট ঠিক করে, তারা প্রথমেই সেটে সংরক্ষিত ছবি ও মোবাইল নম্বরগুলো কম্পিউটারে ডাউনলোড করে। ফলে সে এসবের অপব্যবহার করতে পারে। আবার ফ্লেক্সিলোডের দোকান থেকে অনেকে মেয়েদের নম্বর সংগ্রহ করে তাদের উত্ত্যক্ত করে। এসব ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। একজনের ছবি কেটে অন্যজনের ছবির সঙ্গে বসিয়ে দিয়ে নারীদের প্রতারিত করা হয়। এসব বিষয়ে নারীদের সচেতন করে তুলতে হবে।

৬. ভুক্তভোগীর জন্য কাউন্সেলিং

নানা সতর্কতা মেনে চলা সত্ত্বেও প্রতিদিন বেড়ে চলেছে সাইবার অপরাধ, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারী ও শিশুরা। এই অপরাধের জন্য আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে। তাই এ ধরনের অপরাধের ভুক্তভোগীদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

৭. নৈতিক শিক্ষা

প্রযুক্তিনির্ভরতা যেমন আমাদের জীবন সহজ করে তুলেছে, তেমনি আমাদের নৈতিকতা আর মূল্যবোধেরও অধঃপতন ঘটেছে। আমাদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, এর একটি বড়ো কারণ হলো ইন্টারনেটে পরিচয় গোপন রেখে অপরাধ ও অনৈতিক কাজ করা সম্ভব। নানা ধরনের সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষার প্রসার এক্ষেত্রে অনেক জরুরি।

এটা খুব দুঃখজনক যে অনলাইনে অফলাইনে দুভাবেই নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে। অভিযোগ করতে হবে। মুখ খুলতে হবে। পাশাপাশি প্রতিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। বিটিআরসি, ফেসবুক, গুগল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি থাকা দরকার। দরকার আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও যথাযথ প্রশিক্ষণ। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।

ইসরাত বিনতে ওয়াহিদ ইয়াং প্রফেশনাল, জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি, ব্র্যাক। ishretwahid451@gmail.com

তথ্যসূত্র

1. http://www.economist.com/news/business/21639576-businesses-would-benefit-reliable-information-cyber-crimes-costs-think-number-and?zid=291&ah=906e69ad01d2ee51960100b7fa502595
2. http://www.economist.com/news/britain/21636785-growth-general-wickedness-online-testing-police-thieves-night?zid=291&ah=906e69ad01d2ee51960100b7fa502595
3. http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf